ই - সংবাদ

সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের এস এ পি আই ও

আগরতলা, ০৯ অক্টোবর ।। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর স্টেট এসিস্টেন্ট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার মনোনীত করেছে। খোয়াই আই সি ডি এস প্রজেক্টের এস এ পি আই ও হয়েছেন সি ডি পি ও তুষার কান্তি ভট্টাচার্যি। অফিসের নম্বর হলো - ০৩৮২৫২২২৬৩৯, ব্যক্তিগত নম্বর - ৯৪৩৬১৩৭৮৫৪। কল্যাণপুর আই সি ডি এস প্রজেক্টের এস এ পি আই ও সি ডি পি ও সুরেন্দ্র দেববর্মা। ফোন নম্বর - ০৩৮২৫২৬১৮০৩, ৯৯৩৩৯২২৮৮২। তেলিয়ামুড়া আই সি ডি এস প্রজেক্টের সুভাষ দেবনাথ। ফোন- ৯৮৬৩৯০২০৫১। পদ্মবিল আই সি ডি এস প্রজেক্টের অরুন্ধুতি দেববর্মা। ফোন- ৯৪৩৬৫৬২৫৫৪, উইল - ২৯৬০১৬। তুলাশিখর আই সি ডি এস প্রজেক্টের দীনেশ দেববর্মা। ফোন - ০৩৮২৫২২৪০৮৭ এবং ৯৮৫৬০২৬৭৬৩। মুঙ্গিয়াকামী প্রজেক্টের সি ডি পি ও সাবিত্রী দেববর্মা। ফোন- ০৩৮২৫২৯১০৬১ এবং ৯৪৩৬১৩৪৩০৪। তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েত আই সি ডি এস প্রজেক্টের সি ডি পি ও সুভাষ দেবনাথ। ফোন- ৯৮৬৩৯০২০৫১। খোয়াই নগর পঞ্চায়েতের আই সি ডি এস প্রজেক্টের সি ডি পি ও কৃষ্ণা সেন (সোম)। ফোন- ৯৪৩৬৭৯৪২৮২। মান্দাই প্রজেক্টের সি ডি পি ও সুজিত দাস। ফোন- ২৩৪৬৯৩৮ এবং ৯৪৩৬১২৫৬৮৩। জিরানীয়া প্রজেক্টের সি ডি পি ও সর্বাণী রায়। ফোন- ২৩৪৬৬২৬ এবং ৯৮৬৩১৯১৭৩৪। মোহনপুর আই সি ডি এস প্রজেক্টের প্রিথিল্লা প্রসুন দাস। ফোন- ২৩৪৩৪৯৮ এবং ৯৪৩৬৫১৪৬৮৬। হেজামারা আই সি ডি এস প্রজেক্টের নিভা দেববর্মা। ফোন- ২৯০৭০৯৪ এবং ৯৪৩৬১৩০৭১৭। ডুকলি আই সি ডি এস প্রজেক্টের সি ডি পিও প্রসেনজিৎ দেববর্মা। ফোন- ২২৩৩১৫২ এবং ৯৪৩৬৪৬৪৬০৭। খোয়াই আরবান প্রজেক্টের অর্চনা ভট্টাচার্যি। ফোন- ২২৩৩৫৭০ এবং ৯৪৩৬৪৫৭৩৬২। আগরতলা-২ প্রজেক্টের নীলমনি সরকার সি ডি পি ও। ফোন- ২৩৭২১৯৬ এবং ৯৪৩৬৫৯২২১৩। রানীর বাজার নগর পঞ্চায়েত প্রজেক্টের সি ডি পি ও কুসুম কুমারি দেববর্মা। ফোন- ২৩৯৫৮৭৬ এবং ৯৪৩৬৫৬৫০৯৬।

জম্পুইজলা - টাকারজলা প্রজেক্টের সি ডি পি ও কার্তিক দেববর্মা। ফোন- ২৮৬৬২২৫ এবং ৯৮৬২৮০৪৬৭৮। বিশালগড় আই সি ডি এস প্রজেক্টের সি ডি পি ও দীপক লাল সাহা। ফোন- ২৩৬০২৩৪ এবং ৯৪৩৬৭৯১৫২০। মেলাঘর প্রজেক্টের সঞ্জয় কলই। ফোন- ২৫২৪৬২৬ এবং ৯৬১৫৬৪৫১০৮। কাঠালিয়া প্রজেক্টের মহম্মদ আবিদ হোসেন। ফোন- ২৮৫১৩৪৯ এবং ৯৮৫৬৫৬৫২৫০। বক্সনগর প্রজেক্টের রাজীব ভট্টাচার্যি। ফোন- ২৮৫৩৬২১ এবং ৯৪৩৬৫৯৪৪৯৩। সোনামুড়া প্রজেক্টের রাজীব ভট্টাচার্যি। ফোন- ২৭৫৮০০৫ এবং ৯৪৩৬৫৯৪৪৯৩।

কদমতলা প্রজেক্টের সি ডি পি ও দীপঙ্কর সরকার। ফোন- ৩৮২২৬৩৪৮৫ এবং ৯৪৩৬৫৫৯০২৩। পানিসাগর প্রজেক্টের সি ডি পি ও সুবিনয় ভৌমিক। ফোন- ৩৮২২২৬৪৫৯০ এবং ৯৭৭৪০৮৭৪৬০। কাঞ্চনপুর প্রজেক্টের সি ডি পি ও সন্তোষ দাস। ফোন- ৩৮২৪২৬৭২৩০ এবং ৯৪৩৬৭১৩৯৪৯। দামছড়া প্রজেক্টের সি ডি পি ও বিশ্বনাথ দেববর্মা। ফোন- ৩৮২২২৬৮৩২৯ এবং ৯৮৬২৪৫৭০৪৮। জম্পুইহিল প্রজেক্টের সি ডি পি ও জেড জংতে। ফোন- ৩৮২৪২৩৮২০৫ এবং ৯৪০২১৭৩৬৬৫। ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েতের সি ডি পি ও বিদ্যাসাগর দেববর্মা। ফোন- ৩৮২২২৩২২৮৫ এবং ৯৪৩৬৫৮৩৫২৪। গৌরনগর প্রজেক্টের সি ডি পি ও অয়ন ভৌমিক। ফোন- ৩৮২৪২২৩৯৩৮ এবং ৯৭৭৪০৮৭৪৬০। পেঁচারথল প্রজেক্টের সি ডি পি ও পুলেন্দ্র চন্দ্র সেন। ফোন- ৩৮২২২৬৫২৯৪ এবং ৯৪০২৩১৯৪৩২। কৈলাসহর নগরপঞ্চায়েত প্রজেক্টের সি ডি পি ও অয়ন ভৌমিক। ফোন- ৩৮২৪২২২৭৮৬ এবং ৯৭৭৪০৮৭৪৬০। কুমারঘাট নগর পঞ্চায়েত প্রজেক্টের সি ডি পি ও পুলেন্দ্র চন্দ্র সেন। ফোন- ৩৮২৪২৬১৪২৬ এবং ৯৪০২৩১৯৪৩২। কুমারঘাট আই সি ডি এস প্রজেক্টের সি ডি পি ও শঙ্খশুভ্র সেন। ফোন- ৩৮২৪২৬১১৭০ এবং ৯৪৩৬৯৪৫৭৭৩। কৈলাসহর ডি এইচ কিউ প্রজেক্টের সি ডি পি ও বদুল ইসলাম। ফোন- ৩৮২৪২২২৭৮৬ এবং ৯৪৩৬৫৮৩৩৩৮। মাতাবাড়ি প্রজেক্টের সি ডি পি ও সুনীল পাল। ফোন- ০৩৮২১২২২০৮৩ এবং ৯৮৫৬৪২১৭৮৫। কাকড়াবন প্রজেক্টের সি ডি পি ও সুবীর ঘোষ। ফোন- ০৩৮২১২৬৫৯৪৬ এবং ৯৮৫৬১৪০১৬৯। অমরপুর প্রজেক্টের সি ডি পি ও পঙ্কজ দত্ত। ফোন- ০৩৮২১ ২৬৩৪১৬ এবং ৯৪০২৩১৭৪৬১। কিল্লা প্রজেক্টের সি ডি পি ও প্রবীর দেববর্মা। ফোন- ০৩৮২১২৭৪৩১২ এবং ৯৪৩৬৫৪২৪০১। করবুক প্রজেক্টের সি ডি পি ও জন্মেজয় চাকমা। ফোন- ০৩৮২১২৬৯২০৫ এবং ৯৪৩৬৯৪১৮৩৬। উদয়পুও নগরপঞ্চায়েত প্রজেক্টের সি ডি পি ও সুবীর ঘোষ। ফোন- ০৩৮২১২২৫২৮৫ এবং ৯৮৫৬১৪০৯৬৯। অমরপুর নগরপঞ্চায়েত প্রজেক্টের সি ডি পি ও পঙ্কজ দত্ত। ফোন- ০৩৮২১২৬২১০৬ এবং ৯৪০২৩১৭৪৬১। অম্পি প্রজেক্টের সি ডি পি ও অম্বা চন্দ্র উচুই। ফোন- ০৩৮২৫২৬৪২৮৫ এবং ৮০১৪০৫৩৯৬৫। ঋষ্যমুখ প্রজেক্টের সি ডি পি ও নিক্সন রিয়াং। ফোন- ০৩৮২৩২৬৮৩৫৭ এবং ৯৪৩৬৫৯১৮৭৩। রূপাইছড়ি প্রজেক্টের সি ডি পি ও অমল পাল। ফোন- ০৩৮২৩২৭৫২৬৪ এবং ৯৬১২৬৫০৪৫২। সাতচাঁদ প্রজেক্টের সি ডি পি ও সৌহার্দ্য চক্রবর্ত্তী। ফোন- ০৩৮২৩২৬৬৩৩৬ । রাজনগর প্রজেক্টের সি ডি পি ও সুমিত্রা মজুমদার। ফোন- ০৩৮২৩২৬৪২৫৮ এবং ৯৪৩৬১৩৮০৪৭। বকাফা প্রজেক্টের সি ডি পি ও বিপ্লব ঘোষ। ফোন- ০৩৮২৩২৬২০০২ এবং ৯৪৩৬৫৪১৬৩২। জোলাইবাড়ি প্রজেক্টের সি ডি পি ও বিপ্লব ঘোষ। ফোন- ০৩৮২৩২৬৩৫৭৫ এবং ৯৪৩৬৫৪১৬৩২। বিলোনীয়া নগরপঞ্চায়েত প্রজেক্টের সি ডি পি ও নিক্সন রিয়াং। ফোন- ০৩৮২৩২২৪৮৪০ এবং ৯৪৩৬৫৯১৮৭৩। সাব্রুম নগরপঞ্চায়েত প্রজেক্টের সি ডি পি ও সৌহার্দ্য চক্রবর্ত্তী। ফোন- ৮৯৭৪০০০৩৯২। সালেমা প্রজেক্টের সি ডি পি ও প্রদীপ কুমার সরকার। ফোন- ০৩৮২৬২৬৩২১২ এবং ৮০১৪২৫০৩৩৯। আমবাসা প্রজেক্টের সি ডি পি ও সঞ্জয় দে । ফোন- ০৩৮২৬২৬২৩৫০ এবং ৯০৮৯৪১১২৮০। কমলপুর নগরপঞ্চায়েত প্রজেক্টের আই এস ডব্লিও ই নির্মলা দেববর্মা। ফোন- ৯৬১৫৭০৯১৪৬। ছাওমনু প্রজেক্টের সি ডি পি ও রিচার্ড দেববর্মা। ফোন- ০৩৮২৪২৬৮২১৯ এবং ৯৪৩৬১৩৪৪৪৬। মনু প্রজেক্টের সি ডি পি ও উত্তম কুমার দেববর্মা। ফোন- ০৩৮২৪৬২৩৩৩ এবং ৯৪৩৬৪৭৫২১১। ডম্বুরনগর প্রজেক্টের সি ডি পি ও সুদীপ দেববর্মা। ফোন- ০৩৮২৬২৬২৬৫২৬৭ এবং ৯৪০২৩৫৩৬৪০।

আই ভি এইচ নরসিংগড় (বালক) কেন্দ্রের এস এ পি আই ও কৃষ্ণা রায় (গাঙ্গুলি) । আই ভি এইচ নরসিংগড় (বালিকা) কেন্দ্রের এস এ পি আই ও কৃষ্ণা রায় (গাঙ্গুলি) । অভয়নগর এস ডব্লিও ও এর এস এ পি আই ও ত্রিকা আচার্যি। অভয়নগর আই এস আর এর এস এ পি আই ও শর্মিষ্ঠা সেন। জুভেনাইল হোম এর এস এ পি আই ও সঞ্জিত রূপিনী।

দুদিন ব্যাপী রাজ্য ভিত্তিক হজাগিরি উৎসবের উদ্বোধন
উৎসব আমাদের ঐক্য-সংহতিকে সুদৃঢ় করে : মুখ্যমন্ত্রী

কাঞ্চনপুর, ৮ অক্টোবর ।। হজাগিরি নৃত্য হচ্ছে ত্রিপুরার ঐতিহ্য। আমাদের গর্ব। শুধু আমাদের দেশেই নয় বিশ্বের দরবারেও ব্রু জাতি গোষ্ঠির হজাগিরি নৃত্য সমাদৃত। হজাগিরি নৃত্য নিয়ে আমাদের রাজ্যে ২৫ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে হজাগিরি উৎসব। গতকাল কাঞ্চনপুর মহকুমার গছিরামপাড়ায় ২৫ তম হজাগিরি উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এ কথা বলেন। ব্রু সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, আদিম জাতি কল্যাণ, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর এবং এ ডি সি প্রশাসন এই উৎসব আয়োজনে সহযোগিতা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদিম জাতি কল্যাণ মন্ত্রী মনীন্দ্র রিয়াং, বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং, এ ডি সির কার্য্যনির্বাহী সদস্য রাজেন্দ্র রিয়াং, এ ডি সি সদস্য ললিত দেবনাথ ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক শরদিন্দু চৌধুরী। হজাগিরি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন সাংসদ বাজুবন রিয়াং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্রু সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. লিংকন রিয়াং।

দুদিন ব্যাপী ২৫ তম হজাগিরি উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, এই উৎসব ত্রিপুরায় উপজাতি, অনুপজাতি, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকল ধর্মাবলম্বী, সকল ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ঐক্য-চেতনা, সংহতি চেতনা সম্প্রীতি চেতনাকে সুসংহত হতে, সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে। এই উৎসব আমাদের রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য একসঙ্গে কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার রাষ্ট্র। এই দেশের মধ্যে নানা ধর্ম, নানা বর্ণ, নানা সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। প্রত্যেক ভাষার, প্রত্যেক ধর্মের, প্রত্যেক বর্ণের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে, ঐতিহ্য আছে, কৃষ্টিগত ঐতিহ্য আছে। কিন্তু এই বৈচিত্রের মধ্যেও ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে এক সংহতি আছে, ঐক্য আছে। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের দেশের সংবিধানের অন্তর্নিহিত বক্তব্যের এবং বৈশিষ্টের জন্য। তিনি বলেন, আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তি হচ্ছে গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। গণতন্ত্রের মূল কথা হলো আমরা স্বাধীন ভাবে কথা বলতে পারব, স্বাধীন ভাবে ভালোকে ভালো বলতে পারব, মন্দকে মন্দ বলতে পারব। এই অধিকার দেশের সংবিধান আমাদের দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা হলো আমাদের দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যমন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী। সেই জন্য ধর্মের নামে কোন রাজনৈতিক দল এখানে করা যাবেনা। রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক কর্মসূচী, অর্থনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করবে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ রাষ্ট্র। এখানে নানা জাতি, ধর্ম, বর্ণ-সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। প্রত্যেকেরই ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই বৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে মিলন। এটা আমাদের আবহমানকালের ঐতিহ্য। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা ও বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্র যদি কোন নির্দিষ্ট ধর্মকে আনুগত্য দেখায় তাহলে অন্য ধর্মের মানুষ আঘাত পাবেন। তারা ভাবতে পারেন এই দেশ আমার না। তিনি বলেন, ব্রিটিশরা এক সময় ভারতবাসীকে ধর্মের নামে, বর্ণের নামে আলাদা করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল। ব্রিটিশদের হাতে খন্ডিত ভারত যাতে আর ভাগ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের সংবিধান তৈরী হয়েছে। তিনি বলেন, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে শিক্ষার সুযোগ এই কাঞ্চনপুর এলাকায় ছিলো না বললেই চলে। এখন এই সুযোগ অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। আরো অনেক কিছু করার রয়েছে। এলাকার লোকের সহযোগিতা পেলে নতুন নতুন আরো অনেক কাজ সম্পন্ন হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন, টাকার দাম কমছে, জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে। কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। এই সব জলন্ত সমস্যা নিয়ে দেশের সরকারের কোন মাথা ব্যথা নেই। তারা রাষ্ট্রের ধর্ম কি হবে তা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে। গো রক্ষার নামে হাজার হাজার মানুষের জীবিকা নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা কিসের মাংস খাব কিসের মাংস খাবনা এ নিয়ে ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। এই নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিষ এ রাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবেই এর প্রতিরোধ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন ত্রিপুরার স্লোগান আমাদের অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। শান্তির পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে উন্নয়ন ধারাকে এগিয়ে নিতে মুখ্যমন্ত্রী যে কোন মূল্যে জাতি-উপজাতির ঐক্যের চেতনা রক্ষা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পাঁচ হাজার এক টাকার একটি চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হজাগিরি উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত একটি স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে আদিম জাতি কল্যাণ মন্ত্রী মণীন্দ্র রিয়াং বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্যবাহী হজাগিরি নৃত্য ও জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরা প্রয়োজন। তিনি বলেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ছাড়া কোন জাতি বা সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রাক্তন সাংসদ বাজুবন রিয়াং বলেন, হজাগিরি উৎসব মিলনের উৎসব, আনন্দের উৎসব। রাজ্য সরকার এই রাজ্যের উপজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে।

চড়িলামে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচালয় নির্মাণ

বিশালগড়, ০৭ অক্টোবর ।। চড়িলাম ব্লক এলাকায় চলতি অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত ৩০০টি এ. পি. এল. এবং ২৮৭টি বি. পি. এল. পরিবারে স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচালয় তৈরী করে দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে গত অর্থ বছরে ৩৬৫টি বি. পি. এল. এবং ১৯০টি এ. পি. এল. ভুক্ত পরিবারকে শৌচালয় তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্লক কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সপ্তাহ উদযাপন ৯-১৪ অক্টোবর

উদয়পুর, ০৭ অক্টোবর ।। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও- সপ্তাহ উদযাপন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে গোমতী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী ৯-১৪ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে জেলার প্রতিটি ব্লক এলাকায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে উপস্থিত থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি সহ আধিকারিকগণ, ১০ অক্টোবর শিক্ষা এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সকাল ৮ টায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ১১ টায় উদয়পুর শহরে বিভিন্ন রাস্তায় অনুষ্ঠিত হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীগণ পোস্টার, ফেস্টুন, প্লেকার্ড নিয়ে অংশ নেবে। ১১ অক্টোবর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিটি হাসপাতালে নবজাতক কন্যা সন্তানদের এবং তাদের পিতা-মাতাদের সম্বর্ধিত করা হবে। সেই সাথে কন্যা সন্তানদের নামে বৃক্ষরোপণ করা সহ তাদেরকে জন্মের শংসাপত্র প্রদান করা হবে। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ১২ অক্টোবর এ উপলক্ষ্যে অঙ্গনওয়াড়ী এবং আশাকর্মীরা প্রতিটি বাড়ীতে বেটি বাঁচাও সচেতনতামূলক প্রচারে যাবেন এবং প্রত্যেক পিতা-মাতাকে কন্যা সন্তানদের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করাবেন। ১৩ অক্টোবর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন স্থানে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বিষয়ক পথ নাটক এবং পুতুল নাচ প্রদর্শন করা হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে সুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টিকর খাদ্য, মহিলাদের বিভিন্ন আইনকানুন সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান করা হবে। ১৪ অক্টোবর বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে উদয়পুর টাউন হলে। এই অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত কন্যা সন্তান, শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, শ্রেষ্ঠ অগ্রণী কর্মী, শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক মহিলা কর্মী সহ বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়া, এদিন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। গোমতী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

অমরপুরে বিহু নৃত্যের কর্মশালা ১২-১৮ অক্টোবর

উদয়পুর, ০৭ অক্টোবর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ১২-১৮ অক্টোবর অমরপুর বালিকা বিদ্যালয়ে বিহু নৃত্য ও গানের কর্মশালা শুরু হবে । এই কর্মশালায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেবে । তাদের বিহু নৃত্যের উপর প্রশিক্ষণ দেবেন আসাম থেকে আগত জিনা রাজকুমারী । সপ্তাহ ব্যাপী এই কর্মশালার সমাপ্তি দিনে অমরপুর টাউন হলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে ।

তেলিয়ামুড়ায় টুয়েপে নানা উন্নয়ন কাজ

খোয়াই, ০৭ অক্টোবর ।। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে টুয়েপের মাধ্যমে নানা উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে । এই প্রকল্পে ৩ নং ওয়ার্ডে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ব্যয়ে যোগাযোগের সুবিধার্থে ১৭৩ মিটার ইট সলিং রাস্তা, ৫ নং ওয়ার্ডে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ব্যয়ে ১২১ মিটার সিমেন্ট ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে । এছাড়া, ৬ নং ওয়ার্ডে ৩৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৭ মিটার রাস্তা ইট সলিং সহ পাকা ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে । সংশ্লিষ্ট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সজল কুমার দে এ তথ্য জানিয়েছেন ।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণ

বিশালগড়, ০৭ অক্টোবর ।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় চলতি অর্থবর্ষে চড়িলাম ব্লক এলাকার ৮৪টি পরিবারকে ঘর তৈরী করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এছাড়া, ইন্দিরা আবাস যোজনায় ২২৯টি এবং রাজ্য আবাসন প্রকল্পে ২৮৭টি পরিবারকে ঘর তৈরী করে দেওয়া হয় । সংশ্লিষ্ট ব্লক থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে ।

১০ অক্টোবর গোলাঘাটি মার্টার মেমোরিয়াল কলাম-র উদ্বোধন

আগরতলা, ০৬ অক্টোবর ।। গোলাঘাটি কৃষক আন্দোলনকে স্মরণীয় রাখতে সেখানে গড়ে তোলা পর্যটন কেন্দ্রটি আগামী ১০ অক্টোবর জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ১০ অক্টোবর গোলাঘাটি মার্টার মেমোরিয়াল কলাম-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । গোলাঘাটি শহিদ স্মৃতি উদ্যানের উদ্বোধন করবেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা । দয়ারাম পাড়ায় খুমচাক কলাকেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা । উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে দুপুর দুটোয়।

১৯৪৮ সালের ২৩ আশ্বিন গোলাঘাটিতে কৃষকদের আন্দোলন দমন করতে পুলিশ গুলি চালালে ১২ জনের মৃত্যু হয় । সেই ইতিহাস তুলে ধরতে গোলাঘাটির ভক্তঠাকুর ঘাটে বুড়িমা নদীর তীরের সেই জায়গাটিতে গোলাঘাটি শহীদ স্মৃতি উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে । নয় একর জায়গা জুড়ে এই উদ্যান এলাকায় স্মৃতি স্তম্ভ, ওয়াচ টাওয়ার, কমিউনিটি হল, তথ্য কেন্দ্র, গ্রামীণ শিল্পীদের বিপনন কেন্দ্র, পর্যটকদের জন্য বিশ্রামাগার, ফুড কোর্ট, টং ঘর প্রভৃতি থাকবে।

আগামী ১০ অক্টোবর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে আজ নবনির্মিত খুমচাক কলাকেন্দ্রে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দীন আহমেদ, বিধায়ক কেশব দেববর্মা, এম ডি সি রমেন্দ্র দেববর্মা, জম্পুইজলা বি এ সি -র চেয়ারম্যান এম ডি সি সন্তোষ দেববর্মা, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দুলন সরকার(হাজারী), বিশালগড় পুর নিগমের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারপার্সন পার্থপ্রতিম মজুমদার, জেলা শাসক প্রদীপ চক্রবর্তী, বিশালগড় ও জম্পুইজলার মহকুমা শাসক এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন । সভার শুরুতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা এম কে নাথ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি তুলে ধরেন । তথ্য মন্ত্রী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন । আলোচনার পর তথ্য মন্ত্রী, জন প্রতিনিধি এবং আধিকারিকগণ স্থানগুলি ঘুরে দেখেন ।